দৈনিক খবর

তারিখ ... 03 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

01

20

শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

স্বাধীনতার দীর্ঘ আঠারো বছর পরেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জটিলতা দূর হলো না। ভাবতে অবাক লাগে যে, ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা আজও দেশের ওপর চেপে আছে। অথচ সবাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তবু এ কাজটা বাস্তবে কেন সমাধা করা হচ্ছে না, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো দরকার। গত শনিবার ঢাকায় উপাচার্যদের মাসিক বৈঠকে ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি দেশে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার ব্যাপারে যথোপযুক্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। তিনি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেরও আহবান জানান। রাষ্ট্রপতি, শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষা শিক্ষার সামগ্রিক দিক পরীক্ষা করে দেখার এবং দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ ব্যাপারে একটা নীতি গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক ত্রুটির জন্য দেশে ডিগ্রীধারী বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি এক খবরে জানা গেল, প্রাথমিক শিক্ষকের সাত হাজার শূন্য পদের জন্য ২ লাখ ১১ হাজার দরখাস্ত পড়েছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা তারই একটা বাস্তব প্রমাণ। আবেদনকারীর সংখ্যা দু'লাখ এগার হাজার, অথচ পদের সংখ্যা সাত হাজার মাত্র। অর্থাৎ সাত হাজারটি পদ পূরণের পরেও দু'লাখ চার হাজার আবেদনকারীকে বেকারত্বের দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য তৈরী থাকতে হবে। দেশের প্রত্যেকটি অফিস-আদালতে খোঁজ নিলে এই করুণ চিত্রের পুনরাবৃত্তিই শুধু নজরে পড়বে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শূন্য পদের তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা কয়েক হাজার গুণ বেশী। অর্থাৎ দেশে ডিগ্রীধারীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সেই তুলনায় চাকরির সুযোগ-সবিধা বাড়ছে না। তাছাড়া অনুৎপাদনশীল ডিগ্রীধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই বা সমাজের লাভ কি? উৎপাদনক্ষম শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বেকারের সংখ্যাও বাড়বে না এবং দেশও উপকৃত হবে।

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী এক ভাষণে বলেছেন যে, নকল প্রবণতার জন্য দেশে ডিগ্রীধারী বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু নকল প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ কি? একটু গভীরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত 'কেরানী' সৃষ্টির শিক্ষা ব্যবস্থা আজও বহাল তবিয়তে চালু আছে বলেই যেকোন উপায়ে একখানা সার্টিফিকেট আদায় করাই শিক্ষানীতির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সার্টিফিকেট লাভের জন্য তাই নকল প্রবণতাসহ নানা রকম জালিয়াতি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদেরও কেউ কেউ অসদুপায় অবলম্বনে ছাত্রদের সাহায্য করেছেন এমন অভিযোগ কাগজে প্রচুর ছাপা হয়েছে। অর্থাৎ যেন-তেন প্রকারে সার্টিফিকেট পাওয়ার চেষ্টায় সবাই হন্যে হয়ে ছুটছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎপাদনমুখী করা হলে তখন নকল করে পরীক্ষায় পাশের কোনো সুযোগ আর থাকবে না। তাই শিক্ষাকে কিভাবে উৎপাদনমুখী করা যায় সে বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা আজ সবাই উপলব্ধি করছেন। কিছুদিন আগে জনৈক বিশেষজ্ঞ আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, বাংলাদেশে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট তৈরী না করে হাজার হাজার মিস্ত্রী ও কারিগর সৃষ্টি করা হলে যেমন দেশের উপকার হতো তেমনি বেকারের সংখ্যাও এভাবে বাড়তে পারত না। এসব দক্ষ কারিগর একটা চাকরির জন্য চাতকের মতো আকাশের দিকে চেয়ে না থেকে নিজেরাই নিজের রোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে পারতো। ডিগ্রীধারী অনুৎপাদনী বেকার যেমন দেশের জন্য বোঝা, উৎপাদনী দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষিত কারিগর তেমনি দেশের সম্পদ। তাই শিক্ষিত বেকারের পরিবর্তে শিক্ষিত কারিগর সৃষ্টিই শিক্ষানীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ দেশের এই মৌল সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা যে আর চলতে পারে না এ বিষয়ে সবাই একমত। শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তাও সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু পুনর্বিন্যাসের বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে এসব মতপার্থক্য নিরসন করতে হবে। তবে আমাদের কথা হলো, হাজার হাজার ডিগ্রীধারী বেকার সৃষ্টির পরিবর্তে উৎপাদনক্ষম শিক্ষিত মানুষ সৃষ্টিই শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটা করতে পারলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই উপকৃত হবে।